জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১৬

(মনোগ্রাম)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১.০ ভূমিকা ঃ

১.১ দুধ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ খাবার। শিশু, তরুণ-তরুণী, বয়স্ক ও বৃদ্ধনারী পুরুষ সকলের জন্যই এটি আদর্শ খাদ্য। দুধে খাদ্যের সকল উপাদান সুষম অবস্থায় বিরাজ করায় এটিকে আদর্শ খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিশুদের জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। এটি সর্বজনস্বীকৃত এবং বিশ্বের সবদেশে এটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। কিন্তু এর পাশাপাশি বয়সের সাথে সাথে গড়ে ওঠা শিশুর পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ও যেখানে মাতৃদুগ্ধের অভাব রয়েছে সেখানে এবং সেই সাথে পূর্ণাঙ্গ মানবজীবনের চাহিদায় গবাদিপশু ও প্রাণির দুগ্ধ প্রয়োজনীয় পুষ্টি প্রদান করে। দুধে রয়েছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদান ল্যাকটোজ যা শিশুর মস্তিষ্ক বর্ধণে সহায়তা করে থাকে। দুধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে ল্যাকটোজ নেই। জন্মের পর ছয়/সাত বছরের ভিতরেই মানব শিশুর মস্তিষ্কের প্রায় ৯০% বর্ধণ শেষ হয়ে যায়। তাই শিশু অবস্থায় দুধের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া দুধে রয়েছে উন্নত মানের আমিষ যার মধ্যে সব অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বিদ্যমান থাকায় যে কোন আমিষের তুলনায় এটিকে শ্রেষ্ঠ আমিষ বলা যায়। দুধের চর্বিতে প্রায় ৪০% অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড এবং প্রচুর পরিমানে অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি এসিড বিদ্যামান থাকার জন্য এটি গরু, মহিষ, ছাগল, মুরগি ইত্যাদির মাংসের চর্বির তুলনায় প্রায় ৫০% নিরাপদ। তাছাড়া দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমানে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেশিয়াম সহ অন্যান্য খনিজ পদার্থ। যার ফলে শিশুর সঠিক সময়ে দাঁত ওঠা, শরীরের অস্থির কাঠামো গঠন এবং বয়স্কদের অস্টিওপেরোসিস প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। রাত্রে ঘুমের আগে এক গ্লাস দুধ খেলে ভাল ঘুম হয় এবং হাইপারটেনশন কমাতে এটি ব্যাপক ভূমিকা রাখে। দুধে রয়েছে প্রচুর পরিমানে বিভিন্ন জাতের ভিটামিন যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তাছাড়া দুধে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরণের বায়োএকটিভ উপাদান ও কনজুগেটেড লিনোলেনিক এসিড (Conjugated Linolenic Acid) মানব দেহে বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১.২ দুগ্ধশিল্প বলতে আমরা বুঝি এটি এমন একটি শিল্প যার মাধ্যমে গৃহপালিত দুগ্ধজাতীয় প্রাণী যেমনঃ গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি লালন-পালনের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদিত দুধ সরাসরি কিংবা প্রক্রিয়াজাত করে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করে সরাসরি ভোক্তার কাছে পাঠিয়ে দেয়া

হয়। দুগ্ধজাত প্রাণীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা, জাত উন্নয়ন, চিকিৎসা ও উৎপাদিত দুধ সহ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষন ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি দুগ্ধশিল্পের অন্তর্গত।

১.৩ গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া এই চার ধরণের প্রাণী আমাদের দেশে দুধালো জাতের প্রাণী হিসেবে স্বীকৃত। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশে ২৩.১২১ মিলিয়ন গরু, ১.৩৯৪ মিলিয়ন মহিষ এবং ২৪.১৪৯ মিলিয়ন ছাগল ও ৩.০৮ মিলিয়ন ভেড়া রয়েছে। বাৎসরিক দুধ উৎপাদনের প্রায় ৯২% আসে গাভী থেকে এবং বাকী ৮% আসে মহিষ, ছাগল ও ভেড়া থেকে।

১.৪ বর্তমানে বাংলাদেশে বাৎসরিক দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ৫.০৬৭ মি: মেট্রিক টন (২০১২-২০১৩) পক্ষান্তরে, আমাদের চাহিদা হলো ১৩.২ মি: মে: টন। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন অনেক কম হওয়ায় আমাদের ঘাটতি প্রায় ৬১%। জাতীয় চাহিদা পুরণ করতে হলে দুধের উৎপাদন আরও প্রায় ৩ গুন বাড়াতে হবে। তরল দুধের ঘাটতি থাকার দরুন প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা প্রায় ২.৫ হাজার কোটি টাকার গুড়ো দুধ বিদেশ থেকে আমদানী করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই আমদানীকৃত গুড়ো দুধ নিম্নমানের হয়ে থাকে বিধায় তা মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ।

১.৫ বাংলাদেশে মূলতঃ দেশী ও সংকর জাত এই দু'ধরণের গরু দেখা যায়। মোট গরুর প্রায় ৮৫% দেশী এবং ১৫% সংকর জাত। দেশী গরুর সাথে হলস্টিন ফ্রিজিয়ান, শাহীওয়াল এবং জার্সি ষাঁড়ের প্রজননের মাধ্যমে সংকর জাতের গরুর সৃষ্টি। দেশী গরুর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম তবে এদের মাঝে আবার বেশ কয়েক ধরণের দেশী গরু রয়েছে যাদের দুধের উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য দেশী গরুর তুলনায় ভাল। যেমন ঃ রেড চিটাগাং গরু, পাবনার দুধালো গাভী, মুন্সীগঞ্জের সাদা গাভী এবং উত্তর বঙ্গের ধূসর গাভী উল্লেখযোগ্য।

১.৬ বাংলাদেশে গাভী পালন পদ্ধতি প্রধানতঃ দুই ধরণের। একটি হলো ঐতিহ্যগতভাবে পরিচালিত পারিবারিক খামার পদ্ধতি এবং অন্যটি হল বানিজ্যিক খামার পদ্ধতি। গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিবাড়ীতেই একটি বা দু'টি দুধালো গাভী দেখতে পাওয়া যায়। খামারগুলো সাধারণত ছোট (২-৫ গাভী), মাঝারি (৬-২৫ গাভী) এবং বড় (২৬ - উর্ধ্বে) আকারের হয়ে থাকে। দেশের মোট দুধ উৎপাদনের প্রায় ৭০-৭৫% এখনও পারিবারিক ও ছোট জাতীয় বাণিজ্যিক খামারগুলোতে উৎপাদিত হয়।

১.৭ দুগ্ধশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতি, কর্মসংস্থান তৈরী, দারিদ্র বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, জ্বালানি সরবরাহ, পুষ্টি যোগান ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।

১.৮ বাংলাদেশের দুগ্ধ শিল্প ব্যাপক সমস্যায় জর্জরিত, যার ফলে সরকারের অনেক চেষ্টার ফলেও কাঙ্খিত উন্নয়ন হচ্ছে না। প্রচলিত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ-

(ক) উন্নত জাতের গাভীর অভাব (খ) গো-খাদ্যের অপ্রতুলতা এবং উচ্চমূল্য (গ) মানসম্পন্ন খাদ্যের অভাব (ঘ) প্রান্তিক খামারিদের জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব (ঙ) রোগের প্রাদুর্ভাব (চ) ভ্যাকসিনের অভাব (ছ) ঔষধের উচ্চমূল্য (জ) দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতা (ঝ) অল্প সুদের ব্যাংক ঋণের অপ্রতুলতা (ঞ) উৎপাদিত দুধ বাজারজাতকরণের সমস্যা (ট) দুধের ন্যায্যমূল্যের অভাব (ঠ) গাভী বীমা না থাকা (ড) দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য সংরক্ষণ এবং মাননিয়ন্ত্রণের সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতা (ঢ) নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন বোর্ড এর অভাব এবং (ন) গোচারণ-ভূমির অপ্রতূলতা।

১.৯ উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, দুগ্ধশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এক্ষেত্রে প্রচুর সমস্যাও বিদ্যমান। তাই দুগ্ধশিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন ও গতিশীলতা আনতে একটি জাতীয় দুগ্ধনীতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

২.০ সংজ্ঞাসমূহ ঃ

২.১ **দুধ (Milk) :** এক বা একাধিক স্বাস্থ্যবতী গাভীর ওলান গ্রন্থি হতে নিঃসৃত তরল পদার্থ যা সম্পূর্ণ ভাবে কলস্ট্রামমুক্ত এবং যার মাঝে কমপক্ষে ৩.৫% দুগ্ধচর্বি এবং ৮.৫% চর্বি বিহীন কঠিন পদার্থ (SNF) বিদ্যমান থাকে তাহাই দুধ। গাভীর দুধ ছাড়াও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর যেমন মহিষ, ছাগল, ভেঁড়া, উট প্রভৃতির ওলান গ্রন্থি হতে নিঃসৃত তরলও দুধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হবে।

২.২ **দুগ্ধজাত দ্রব্য (Dairy products) :** দুধ থেকে যে সকল খাদ্য সামগ্রী তৈরী হয় তাদেরকে দুগ্ধজাত দ্রব্য বলা হয়। যেমন- ক্রীম, মাখন, ঘি, দই, পনির, আইস-ক্রীম, কনডেন্সড মিল্ক, গুড়ো দুধ এবং বিভিন্ন ধরণের মিষ্টি - রসগোল্লা, রসমালাই, চমচম, মালাইকারী, সন্দেশ, মন্ডা, কালোজাম, ইত্যাদি।

২.৩ **দুধালো গাভী (Milch Cow) :** দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যে যে সকল গাভী পারিবারিক বা বাণিজ্যিক খামারে পালন করা হয় তাদেরকে দুধালো গাভী বলে।

২.৪ **দুগ্ধ খামার (Dairy Farm) :** দুধ উৎপাদনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পারিবারিক কিংবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে একসাথে দুধালো প্রাণী পালন কে দুগ্ধ খামার বলা হয়।

২.৫ **পারিবারিক দুগ্ধ খামার (Family Dairy Farm) :** পারিবারের প্রয়োজন মেটাতে এবং প্রয়োজনে মাঝে-মাঝে বাজারে দুধ বিক্রির উদ্দেশ্যে যে খামার গঠিত তাহাই পারিবারিক খামার নামে পরিচিত।

২.৬ **বাণিজ্যিক দুগ্ধ খামার (Commercial Dairy Farm) :** বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে দুধ উৎপাদন ও বিক্রয় এর জন্য যে দুগ্ধখামার গড়ে উঠে তা বাণিজ্যিক দুগ্ধ খামার নামে অভিহিত। বাণিজ্যিক খামারগুলো সাধারণত ছোট, মাঝারি ও বৃহদাকার হয়ে থাকে।

২.৭ **ছোট দুগ্ধ খামার (Small Scale Dairy Farm) :** যে সকল বাণিজ্যিক খামারে প্রায় ২ থেকে ৫ টি দুধালো গাভী পালন করা হয় তাদেরকে ছোট দুগ্ধ খামার বলে।

২.৮ **মাঝারি দুগ্ধ খামার (Medium Scale Dairy Farm) :** যে সকল বাণিজ্যিক খামারে ৬ হতে ২৫ টি গাভী পালন করা হয় তাদেরকে মাঝারি দুগ্ধ খামার বলে।

২.৯ **বৃহদাকার দুগ্ধ খামার (Large Dairy Farm) :** সাধারণত এই ধরণের দুগ্ধ খামারে ২৬ টির উপরে দুধালো গাভী পালন করা হয়।

২.১০ **মিল্ক প্রসেসিং প্ল্যান্ট ঃ** যে স্থাপনায় তরল দুধ সংগ্রহ করে তার প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন , মাননিয়ন্ত্রণ ও বাজারজাতকরণ করা হয় তাকে মিল্ক প্রসেসিং প্ল্যান্ট বলা হয়।

২.১১ **দুধের মোট কঠিন পদার্থ (Total Solids) :** দুধ থেকে পানি সরিয়ে দিলে বাকী যে অংশ থাকে তাকেই দুধের কঠিন পদার্থ বলে। দুধের মোট কঠিন পদার্থে মূলত চর্বি, আমিষ, শর্করা (ল্যাকটোজ) এবং খনিজ পদার্থ বিদ্যমান।

২.১২ **দুধের চর্বি বিহীন কঠিন পদার্থ (SNF) :** দুধের মোট কঠিন পদার্থ হতে চর্বি বাদ দিলে যে অংশ পাওয়া যায় তাকে চর্বি বিহীন কঠিন পদার্থ বলে। অর্থাৎ দুধের আমিষ, শর্করা (ল্যাকটোজ) এবং খনিজ পদার্থের যোগফলই দুধের চর্বি বিহীন কঠিন পদার্থ ।

২.১৩ **সমবায় (Co-operative) :** বিদ্যমান সমবায় আইন ও বিধিমালার আওতায় নিবন্ধিত সমবায় সমিতিকেবুঝাইবে।

জাতীয় দুগ্ধনীতির উদ্দেশ্য ঃ

২.১৩.১ উৎপাদনঃ

২.১৩.২ দুধ, দুগ্ধজাত খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি।

২.১৩.৩ স্বাস্থ্যসম্মত ও ভেজালমুক্ত দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির প্রাপ্যতাবৃদ্ধি।

২.১৩.৪ দুগ্ধজাত গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণে উন্নত জাতের ঘাসের উৎপাদন।

২.১৩.৫ দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এদেশের আবহাওয়ায় উপযোগী উন্নত জাতের গাভীর জাত উদ্ভাবন।

২.১৪ গবেষণা ও সম্প্রসারণঃ

২.১৪.১ গাভী পালনের কলাকৌশল খামারিদের অবহিতকরণ।

২.১৪.২ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ।

২.১৪.৩ স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ণ।

২.১৪.৪ উৎপাদিত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজারজাত প্রক্রিয়া আধুনিকায়ণ ।

২.১৪.৫ বাণিজ্যিক খামার স্থাপনে খামারীদের উৎসাহ প্রদান।

২.১৪.৬ গো-খাদ্য তৈরীর কারখানা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদান।

২.১৪.৭ জাতীয় দুগ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (National Dairy Research Institute) প্রতিষ্ঠাকরণ।

২.১৪.৮ দুগ্ধবাহিত রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

২.১৫ উদ্যোক্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

২.১৫.১ কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের দুগ্ধ খামার স্থাপনে উদ্বুদ্ধকরণ।

২.১৫.২ দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য করণীয় বিষয়ে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

২.১৫.৩ দুধ থেকে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরীর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্তে ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ।

২.১৫.৪ নতুন ধরণের দুগ্ধপণ্য তৈরীর ব্যাপারে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২.১৫.৫ দুগ্ধশিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরীকরণ।

২.১৫.৬ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।

২.১৫.৭ ডেইরী খামার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোক্তাদের সহায়তাকরণ।

২.১৫.৮ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

২.১৫.৯ মিনি মিল্ক প্রসেসিং কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ।

২.১৫.১০ ভ্যাকসিন ও গবাদিপ্রাণীর ঔষধ উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের উৎসাহিতকরণ।

২.১৫.১১ কৃত্রিম প্রজননের কাজ সম্প্রসারণের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরীকরণ।

২.১৫.১২ সমবায়ের মাধ্যমে খামারীদের সংঘটিতকরণ।

২.১৫.১৩ দুগ্ধ খামারীদের বীমার আওতায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহন।

২.১৬ দারিদ্র বিমোচন ঃ

২.১৬.১ গাভী পালনের মাধ্যমে দরিদ্র খামারীদের আয় বৃদ্ধি।

২.১৬.২ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরীর ব্যবসার মাধমে আয়বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

২.১৬.৩ গ্রামীণ দুস্থ মহিলাদের এ শিল্পে সম্পৃক্ত করে জীবনমানের উন্নয়ন।

২.১৬.৪ খামারের গোবর বায়ো গ্যাস প্ল্যান্টে ও জৈব সার হিসাবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র বিমোচন।

২.১৬.৫ গবাদি প্রাণীর চামড়া, হাড়,শিংও পায়ের খুড় প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জণ।

২.১৭ মাননিয়ন্ত্রণঃ

২.১৭.১ উৎপাদিত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের ভৌত, রাসায়নিক ও মাইক্রোবায়োলজীক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষায় মাধমে গুণগত মান যাচাই করে ক্রেতাকে মানসম্পন্ন খাদ্যের নিশ্চয়তা প্রদান।

২.১৭.২ গো-খাদ্যের গুণগত মান রাসায়নিক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ।

২.১৭.৩ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যদির ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাজার থেকে এ সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষাকরণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.১৭.৪ গুড়োদুধ ও শিশুখাদ্যের মান যাচাইকরণ এবং ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.১৭.৫ ভ্যাকসিন ও ঔষধের মাননিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকরণ।

২.১৭.৬ গুড়োদুধের রেডিও একটিভ উপাদান ও মেলামাইনের পরিমাণ নির্ধারণ।

৩.০ জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ন নীতির প্রয়োগ ও পরিধি ঃ

বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিসীমার মধ্যে অবস্থানকারী সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সেচ্ছাসেবী সংস্থা বা কোন ব্যক্তি যদি নিম্ন বর্ণিত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হন বা পরিচালনা করেন তবে উপরে বর্ণিত সবই জাতীয় দুগ্ধনীতির অন্তর্ভূক্ত হবে। কর্মকান্ড সমূহ-

৩.১ দুগ্ধ শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত যেকোন কাজ।

৩.২ দুগ্ধ খামার স্থাপন, দুধ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ।

৩.৩ মিনি/বৃহদাকার দুগ্ধ প্রসেসিং কারখানা স্থাপন।

৩.৪ দুগ্ধ প্রসেসিং কারখানা থেকে বাজারজাতকৃত দুধ অবশ্যই পাস্তরিকৃত হতে হবে।

৩.৫ দুধালো জাতের গাভী/ প্রজননক্ষম ষাঁড় আমদানি (বিশেষ প্রয়োজন হলে)।

৩.৬ দুধালো গাভীর জাত উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থাগ্রহণ।

৩.৭ কৃত্রিম প্রজননের জন্য সিমেন/ভ্রণ উৎপাদন ও আমদানি।

৩.৮ দুগ্ধ খামার/প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও আমদানি।

৩.৯ গবাদি প্রাণীর খাদ্য, ঔষধ, টীকা উৎপাদন ও আমদানি।

৩.১০ গুড়ো দুধসহ অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও আমদানি।

৩.১১ দুগ্ধ শিল্পের সাথে জড়িত আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা।

৩.১২ গবাদি প্রাণীর ঔষধ তৈরীর কারখানা স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও আমদানি।

৩.১৩ দুধ উৎপাদনের জন্য প্রজনন নীতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি যাবতীয় কাজই দুগ্ধনীতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

৩.১৪ বাছুর পালন ব্যবস্থাপনা।

৪.০ দুগ্ধনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্র সমূহ ঃ

৪.১ উৎপাদন

৪.২ বাজারজাতকরণ/ বিপনন

৪.৩ গবেষণা ও সম্প্রসারণ

৪.৪ উদ্যোক্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

৪.৫ দারিদ্র বিমোচন

৪.৬ গোচারণ ভূমি সংরক্ষণ

৪.৭ মান নিয়ন্ত্রণ

৪.৮ ভেটেরিনারি সেবা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ

৪.৯ পরিবেশ ও আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা

৪.১০ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা প্রতিষ্ঠাকরণ

৫.০ জাতীয় দুগ্ধনীতি বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

৫.১ উৎপাদন

৫.১.১ দুধ উৎপাদন

ক) প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবার জন্য ও এর বিকাশ সাধনে এবং জাতীয় পুষ্টিতে দুগ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবার কারণে দুগ্ধ উৎপাদন তথা দুগ্ধ ক্ষেত্রকে জাতীয় গুরুত্ব প্রদান করতঃ 'জরুরী সেক্টর' হিসাবে চিহ্নিতকরণ।

খ) সমবায়ভিত্তিক দুধ উৎপাদন কার্যক্রম সারা বাংলাদেশে সম্প্রসারণ। এক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের দেশের তিনস্তর বিশিষ্ট সমবায় মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে ।

গ) দুধ ও দুগ্ধজাত দব্য একটি পচনশীল পণ্য বিধায় এর পরিবহনে, সড়ক/নৌ/রেল/ বিমান সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ প্রদান/জরুরী শিশুখাদ্য হিসাবে সকল সময়ে এতে বিশেষ পরিবহন সুবিধা প্রদান।

ঘ) প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের ন্যায্য বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তি প্রতিযোগীতামূলক বাজার অবস্থার আলোকে নিশ্চিতকরণ।

ঙ) শিশুখাদ্য, পুষ্টিক্ষেত্রে ও মেধা বিকাশে দুগ্ধের মূল্যবান অবদান থাকবার কারণে এর উৎপাদন খরচের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যায্য বিক্রয় মূল্য ধার্যকরণ।

চ) পারিবারিক ও বাণিজ্যিকভিত্তিক খামারের সংখ্যা বাড়িয়ে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করা ।

ছ) দেশী জাতের গাভী পালনের পাশাপাশি পারিবারিক খামারে সংকর জাতের গাভী পালনের জন্য খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ।

জ) উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ পর্যায়ের জন্য উপযোগী প্রযুক্তির উদ্ভাবন করার ব্যবস্থাগ্রহণ।

ঝ) বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মাঝারী ও বৃহদাকার খামারগুলো জনবসতি, রেললাইন, মহাসড়ক, ইন্ডাস্ট্রি থেকে কমপক্ষে ৫০০ মিটার দূরে স্থাপন করা।

ঞ) বৃহদাকার খামারের জায়গায় বিদ্যুৎ, পানি ও ভাল যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকা।

ট) বাণিজ্যিক খামারগুলোকে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের রেজিস্ট্রেশনের অধীনে রাখা।

ঠ) খামারের নির্ধারিত স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা রাখা।

ড) সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধীরে ধীরে সম্প্রসারণ করা।

ঢ) বিদেশ থেকে তরল ও গুড়ো দুধ আমদানী নিরুৎসাহিত করা ।

৫.১.২ দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ঃ

ক) গ্রামীন পর্যায়ে দুধ থেকে যারা বিভিন্ন ধরণের দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন দই, মাখন, ঘি, ছানা, পনির, মাঠা ও বিভিন্ন জাতের মিষ্টি ইত্যাদি তৈরী করে তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা ।

খ) দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের ধারণা প্রদান করা ।

গ) দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের স্থায়িত্বকাল (Shelf life) বাড়ানোর ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করা ।

ঘ) দুধ প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপনের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করা।

ঙ) বেসরকারী পর্যায়ে আরও দুধ প্রসেসিং কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে সেমিনার/ওয়ার্কসপ ইত্যাদি মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নেয়া ।

চ) স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন ।

৫.১.৩ উন্নত জাতের গাভী উৎপাদন ঃ

ক) বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী উন্নতজাতের গাভীর জাত তৈরীর ব্যাপারে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা ।

খ) জাতীয় প্রজনন নীতির আওতায় কৃত্রিম প্রজননের কাজ সম্প্রসারিত করা ।

গ) হিমায়িত বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার কৃত্রিম প্রজনন কাজ জোরদারকরণের ব্যবস্থা নেয়া ।

৫.১.৪ উন্নত দুধালো জাতের মহিষের জাত তৈরী ও সংখ্যাবৃদ্ধিকরণ ঃ

ক) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী দুধালো জাতের মহিষ উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালানো ।

খ) মহিষের কৃত্রিম প্রজনন প্রক্রিয়া জোরদার করা ।

৫.১.৫ দুধালো গবাদিপ্রাণির জন্য ঘাস উৎপাদন ও আমদানি ঃ

ক) বাড়ীর আশে-পাশে পতিত জমিতে ঘাস চাষের জন্য পারিবারিক ক্ষুদ্র বানিজ্যিক খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ।

খ) সরকারী পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতি উপজেলায় ঘাসচাষের জন্য কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণ।

গ) অপ্রচলিত গো-খাদ্যের (Unconventional feeds) ব্যবহার বাড়ানোর জন্য খামারীদের উৎসাহিতকরণ।

ঘ) দানাদার জাতীয় খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারী ও বেসরকারীভাবে গো-খাদ্য প্রস্তুত কারখানা তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।

ঙ) কৃষি উপজাত ব্যবহার করে গো-খাদ্য তৈরীর ব্যবস্থাগ্রহণ।

চ) গোচারন-ভূমি সৃষ্টি করে ঘাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

ছ) গবাদিপ্রাণির খাদ্য ও খাদ্য উপাদান আমদানিতে সহায়তা করা।

৬.০ বাজারজাতকরণ ঃ

৬.১ দুধ বিক্রির সুবিধার্থে খামারীদের সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা।

৬.২ খামারীদের খরচের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুধের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া।

৬.৩ উৎপাদিত সকল দুধ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.৪ গ্রামাঞ্চল থেকে দুধ সরবরাহ করার জন্য মিল্ক পকেটিং এলাকায় দুধ সংগ্রহ ও চিলিং সেন্টার স্থাপন।

৬.৫ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিক্রির পরিমান বাড়ানোর লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের উদ্দ্যোক্তাদের শহরের সুপারষ্টোরের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬.৬ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিপণনে মধ্যসত্ত্বভোগীদের প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতব্য কৃষি বাজারের অংগ হিসেবে স্বাস্থ্যসম্মত দুগ্ধবাজার অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

৬.৭ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি (Dairy Product) জনসাধারণের মাঝে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে জোর প্রচার চালানো।

৬.৮ দুধের চর্বি (Fat) বা চর্বি ও SNF এর উপর ভিত্তি করে দুধের মূল্য নির্ধরণ করা।

৬.৯ আন্তর্জাতিক বাজারে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭.০ **গবেষণা ও সম্প্রসারণ ঃ**

৭.১ দুগ্ধশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গবেষণার জন্য দেশে একটি জাতীয় দুগ্ধ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (National Dairy Research Institute) প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

৭.২ পারিবারিক/বাণিজ্যিক দুগ্ধ খামারীদের খামার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্যাকেজ ভিত্তিক কর্মসূচী মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া ।

৭.৩ দেশ ব্যাপী খামারি পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রদর্শণী মডেল খামার স্থাপন করা।

৭.৪ দুগ্ধশিল্পের গুরুত্ব এবং মানবদেহে দুধের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গণমাধ্যমে প্রচার চালানোর ব্যবস্থা নেয়া।

৭.৫ পারিবারিক/বানিজ্যিক দুগ্ধখামারীদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা, দুধ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ এবং গবাদিপশুর ভেটেরিনারি সেবা সম্প্রসারণের জন্য প্রতি উপজেলায় পশুপালনে স্নাতক ডিগ্রীধারী এবং ভেটেরিনারিয়ান এ দু'ধরনের গ্রাজুয়েটদের পর্যাপ্ত পরিমানে নিয়োগ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা ।

৭.৬ তাছাড়া গবাদিপ্রাণির খামার ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি ইউনিয়নে পশুপালন এবং ভেটেরিনারি সেবার পরিধি বৃদ্ধি করা।

৭.৭ দেশব্যাপী প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ে ডেয়রী/দুগ্ধ সপ্তাহ পালনের ব্যবস্থা নেয়া ।

৮.০ **উদ্যোক্তা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ**

৮.১ দুগ্ধশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে কৃষি সেক্টরের মত সুযোগ সুবিধা প্রযোজ্যকরণ।

৮.২ দুগ্ধশিল্পের যন্ত্রপাতি যদি কোন প্রতিষ্ঠান দেশে উৎপাদন করতে চায় তবে সেই প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা প্রদান।

৮.৩ বাণিজ্যিক খামারী ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে বীমা সুবিধা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮.৪ দুগ্ধশিল্পে নিয়োজিত পুঁজির উপর কৃষির ন্যায় কর সুযোগ সুবিধা প্রদান ।

৮.৫ দুগ্ধশিল্পকে প্রাণীজ কৃষি খাত (Animal Agriculture) হিসেবে গণ্য করে সকল ক্ষেত্রে শস্য খাতের (Crop Agriculture) অনুরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্দ্যেগ নেয়া হবে।

৮.৬ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনস্থ Livestock Training Institute (LTI) and Veterinary Training Institute (VTI) গুলোতে আধুনিক পশুপালন পদ্ধতি সম্পর্কিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও খামারিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থাসহ আধুনিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৮.৭ বিভাগীয় কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও খামারিদের মাঝে ডেয়রি শিল্পকে অধিকতর লাভজনক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ।

৯.০ দারিদ্র বিমোচন ঃ

৯.১ দারিদ্র বিমোচনের কৌশলপত্র বাস্তবায়নে দুগ্ধশিল্পকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা ।

৯.২ প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র দুগ্ধখামারের লাগসই মডেল তৈরীর জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া।

৯.৩ প্রান্তিক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে গাভী পালনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধিভুক্ত কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান।

৯.৪ খামার থেকে প্রাপ্ত গোবরকে কাজে লাগিয়ে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন ও জৈব সার প্রস্তুতের মাধ্যমে আয় বাড়ানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৯.৫ অত্যন্ত সহজ শর্তে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বেকার ও শিক্ষিত বেকার যুব সমাজকে ব্যাংক বা অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান অথবা যে কোন দুগ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প ভিত্তিতে দুগ্ধ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার জন্য ঋণ প্রদান সুযোগ গড়ে তোলা, যাতে তাদের বেকারত্ব মুক্তি ঘটে এবং দেশের দুগ্ধ উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়।

৯.৬ গবাদিপ্রাণি প্রতিপালনকারী মহিলাদের চিহ্নিত করে এই ধরণের ঋণ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা।

১০.০ গোচারণ-ভূমি সৃজন ও সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহন ঃ

১০.১ দেশের বর্তমান সকল গোচারণ/বাথান ভূমি যথাযথ সংরক্ষণ পূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শুধুমাত্র ইহা গোচারণ-ভূমি হিসেবে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১০.২ ব্যক্তিস্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ইতোমধ্যে যে সকল গোচারণ-ভূমি ভূয়া দলিল মারফত দখল করে নিয়েছে তা পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের কার্যক্রমে গোচারণ-ভূমি হ্রাস না পায় সে নিরীখে নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা।

১০.৩ বেহাত হওয়া গোচারণ-ভূমি উদ্ধার ও সংরক্ষণ।

১০.৪ নদী কিংবা সাগর বক্ষে সৃষ্ট চর এলাকায় নতুন কোন চর জেগে উঠলে বা ইতিমধ্যে জেগে উঠা চর গবাদিপ্রাণীর চারণ ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১০.৫ চিহ্নিত বাথান জমি বা গোচারণ-ভূমি প্রকৃত দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী কৃষকদের ব্যবহারে অত্যন্ত সহজ শর্তে প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং কোনভাবেই এতে গবাদিপশু চারণ ছাড়া অন্য কোন কর্মোদ্যোগ গ্রহন না করা।

১১.০ মাননিয়ন্ত্রণ ঃ

১১.১ দুধঃ

ক) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে দুধ দোহন ও ওলান স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর খামারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

খ) দুধ দোহনের পর ঠান্ডা পরিবেশে রেখে দ্রুত বিক্রির ব্যবস্থা নেয়ার জন্য খামারীদের পরামর্শ দেয়া।

গ) দুধে কোন প্রিজারভেটিভ না দেয়া ।

ঘ) দোহনকৃত ও পাস্তরিত উভয় প্রকার দুধের ভৌত, রাসায়নিক এবং মাইক্রোবায়োলজিক্যাল গুনাবলী বি.এস.টি. আই কর্তৃক নির্ধারিত মানের হওয়া।

ঙ) দুধের ভেজাল নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতির উপর খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১১.২ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ঃ

ক) দুধ প্রসেসিং করার সময় স্বাস্থ্যসম্মত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য দুগ্ধজাতদ্রব্য তৈরীতে নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

খ) প্রতিটি দুগ্ধজাত পণ্য বি.এস.টি. আই. কর্তৃক নির্ধারিত মানের হতে হবে।

গ) নিয়মিত বাজার থেকে দুধ ও দুগ্ধ জাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ তার মানযাচাই করা হবে।

ঘ) দুগ্ধজাতীয় দ্রব্য তৈরীর জন্য যারা বিদেশ থেকে গুড়োদুধ, হোয়ে পাউডার এবং ভেজিটেবল আয়েল আমদানি করে তাদেরকে আমদানিকৃত দ্রব্যাদির বিস্তারিত তথ্যাদি মাননিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শণ করতে হবে এবং আমদানির পূর্বে এবং আমদানির পরে মাননিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন লাগবে ।

ঙ) দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের গুণগত মান যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি আধুনিক ডেয়রী বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং আমদানির পূর্বে এবং আমদানির পরে ল্যাবের প্রত্যয়ন পত্র থাকতে হবে।

১১.৩ গবাদিপ্রাণির খাদ্য ঃ

আমদানিকৃত বা উৎপাদিত ডেয়রী খাদ্য, খাদ্য উপাদনের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। গবাদি পশুর খাদ্যে কোন প্রকার অননুমোদিত হরমোন, এন্টিবায়োটিক ও কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না।

১১.৪ গবাদিপ্রাণির টীকা ও ঔষধ ঃ

ক) আমদানিকৃত বা দেশে উৎপাদিত ইনপুট যেমন ঔষধ, টিকা, রোগ নিরুপণের কিট, এন্টিজেন বা এন্টিবডির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দপ্তর/প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

খ) মানসম্মত ডেয়রী সামগ্রী উৎপাদনের জন্য দুগ্ধ খামারে বিভিন্ন ঔষধসহ এন্টিবায়োটিক ও প্রোবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করা। ঔষধের রেসিডুয়াল কার্যকারীতা ডেয়রিজাত সামগ্রীতে যাতে না থাকে সেই লক্ষ্যে নিরাপদ সময় পার হওয়ার আগে দুধ না খাওয়া ও বাজার জাত না করা।

১২.০ গবাদিপ্রাণির স্বাস্থ্য সেবা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ ঃ

১২.১ গবাদিপ্রাণির মানসম্পন্ন ঔষধ ও টীকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

১২.২ খামারিদের চিকিৎসা সহজলভ্য করার জন্য আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার আধুনিকীকরণ ।

১২.৩ সরকারি ও বেসরকারী পর্যায়ে গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।

১২.৪ রোগ দমনে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচারনা জোরদার করা। জীব নিরাপত্তা প্রটোকল খামারিদের অবহিত করা।

১২.৫ বিদেশ থেকে গবাদিপ্রাণি আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের রোগমুক্ত সার্টিফিকেট থাকা এবং খামারে ঢুকানোর আগে কোয়ারেনটাইন করা ।

১২.৬ টীকাদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করা।

১২.৭ দুগ্ধখামারের আন্তঃসীমান্ত রোগ দমনে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা।

১২.৮ ভেটেরিনারি সেবায় ব্যবহৃত অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ ও টীকার তালিকা প্রণয়নকরতঃ সরকার কর্তৃক সময় সময় মূল্য নির্ধারণ করা।

১৩.০ পরিবেশ ও আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা ঃ

১৩.১ বসত বাড়ী থেকে কিছুটা দূরে গোয়াল ঘর স্থাপন করা।

১৩.২ গবাদিপ্রাণির আরাম নিশ্চিত করে ঘর নির্মাণ করা।

১৩.৩ গোয়াল ঘর যাতে স্যাঁতসেতে না থাকে সে জন্য কিছুটা উঁচু জায়গায় স্থাপন করা।

১৩.৪ গোয়াল ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল নিশ্চিত করা।

১৩.৫ খামারে বিদ্যুৎ ও পানির সুব্যবস্থা থাকা।

১৩.৬ গোয়াল ঘরের পয়ঃনিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা।

১৩.৭ বায়ু দূষণ রোধ ও খামারের বিদ্যুৎ সংকট নিরষণে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা।

১৩.৮ খাবার পানির উৎসের কমপক্ষে ২৫ ফুটের ভিতরে খামারের বর্জ্যস্তুপ না করা।

১৩.৯ খামারে জৈব নিরাপত্তা পুরোপুরি মেনে চলা।

১৪.০ নিয়ন্ত্রণকারি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ঃ

১৪.১ ডেয়রী শিল্পের সার্বিক উন্নয়ণের স্বার্থে দুগ্ধনীতিতে বর্ণিত সকল কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও তদারকির লক্ষ্যে দেশে একটি জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা।

১৪.২ জাতীয় দুগ্ধ উন্নয়ণ বোর্ড পরিচালনার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা ।

১৫.০ বিবিধ ঃ

১৫.১ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গবাদিপ্রাণির কল্যান নীতিমালার (Animal welfare act) উল্লেখ্যযোগ্য ৫ টি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। যেমন ঃ

ক) তৃষ্ণা, ক্ষুধা ও অপুষ্টি মুক্ত রাখা (free from thirst, hunger and malnutrition),

খ) আরামদায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা (free from discomfort),

গ) ব্যাথা, ক্ষত ও রোগমুক্ত রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করা (free from pain, injury and disease),

ঘ) ভীতি ও চাপমুক্ত পরিবেশে রাখা (free from fear and distress) ও

ঙ) স্বাভাবিক পশু সুলভ আচরণের সুযোগ দেয়া (Able to engage in normal patterns of animal behaviour)।

১৫.২ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নীতি (২০০৭) এ দুগ্ধশিল্পের উন্নতির জন্য গৃহীত বিষয়াদি জাতীয় দুগ্ধনীতির অর্ন্তভুক্ত মর্মে বিবেচিত হবে।

১৫.৩ দুগ্ধনীতিতে উল্লেখ নেই এমন সব বিষয়াদি দেশীয় সমগোত্রীয় পণ্য/প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালায় বিচার্য হবে।